

ইসলামী জীবন-ধারা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ পানাহারের আদব

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

৫। খাবার শুরু করার আগে ও পরে উভয় হাতকে ধুয়ে নিন

অবশ্য এ কেবল আপনার সুস্থাস্থ্যের জন্য। নচেৎ খাবার আগে হাত ধোয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই।[1]
অবশ্য খাবার পর হাত ধোয়ার ব্যাপারটাও প্রকৃতিগত রুচির ব্যাপার। তবুও ইসলামে এর নির্দেশ এসেছে। খোদ মহানবী (ﷺ) খাবার পরে কুলি করেছেন এবং হাত ধুয়েছেন।[2]

তিনি (ﷺ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি হাতে মাংসের গন্ধ ও চর্বি না ধুয়ে তা নিয়েই ঘুমায়, অতঃপর কোন বিপদ ঘটে, তাহলে সে যেন নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষারোপ না করে।”[3] এখানে কোন বিপদ বলতে, হাত না ধুয়ে শোওয়ার ফলে চর্বির গন্ধে আরশোলা, ইঁদুর বা অন্য কোন প্রাণী হাত বা আঙ্গুল কাটতে বা কামড়াতে পারে। তাছাড়া এতে কোন রোগ বা শয়তানী স্পর্শ হওয়ারও কারণ থাকতে পারে।

পক্ষান্তরে যদি আপনি নাপাক অবস্থায় গোসল করার আগে খাবার খেতে চান, তাহলে আপনার জন্য ওয় মুস্তাহাব। আল্লাহর নবী (ﷺ) নাপাক অবস্থায় কিছু খেতে অথবা ঘুমাতে চাইলে আগে ওয়ূ করে নিতেন।[4] অবশ্য কেবল হাত ধুয়ে খাওয়াও চলবে। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) নাপাকে থেকে যখন ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, তখন ওয়ূ করে নিতেন এবং যখন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন দুই হাত ধুয়ে নিতেন।[5]

ফুটনোট

[1]. আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ৩/২১৪

[2]. মুসনাদে আহমাদ আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা. হা/ ২৭৪৮৬, ইবনে মাজাহ আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা. হা/৪৯৩

[3]. আহমাদ ৭৫১৫, আবু দাউদ হা/৩৮৫২, তিরমিযী হা/১৮৬০, ইবনে মাজাহ আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা. হা/৩২৯৭, দারেমী আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা. হা/ ২০৬৩

[4]. বুখারী তাওহীদ পাবঃ হা/ ২৮৬, মুসলিম আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা হা/৩০৫, প্রমুখ

[5]. মুসনাদে আহমাদ আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা. হা/ ২৪৩৫৩, নাসাঈ হা/ ২৫৬

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন